বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস উপলক্ষ্যে জাতিসংঘ মহাসচিব কফি আনানের বাণী

<u>১৭ জুন ২০০৫</u>

মরুকরণ পৃথিবীর পরিবেশগত অবনতির সর্বাধিক বিপজ্জনক প্রক্রিয়াবিশেষ। এটি শত কোটির অধিক লোকের স্বাস্থ্য ও জীবিকার প্রতি হুমকি স্বরূপ। মরুকরণ ও খরার কারণে প্রতিবছর প্রায় ৪২ শতকোটি ডলার পরিমান কৃষি পণ্যের ক্ষতিসাধিত হয়। এই জরুরী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ২০০৬ সালকে **আন্তর্জাতিক মরু এবং মরুকরণ বছর** হিসাবে ঘোষণা করেছে।

এই বছরের **বিশ্ব খরা ও মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস** পালনের মুল প্রতিপাদ্য হলো "নারী এবং মরুকরণ"। আফ্রিকা মহাদেশের অধিকাংশ সহ পৃথিবীর অনেক শুষ্ক, কৃষি এলাকায় নারীরাই ঐতিহ্যগতভাবে ভূমিতে তাদের প্রচেষ্টা এবং সময় নিয়োজিত করে। উন্নয়নশীল দেশসমুহে প্রায় ৭০ ভাগ নারী কৃষিকাজে নিযুক্ত শ্রমিক, যারা ৬০ হতে ৮০ ভাগ খাদ্য উৎপাদন করে থাকে। তারাই মুলত সরাসরি প্রাকৃতিক সম্পদের সাথে কাজ করে তাদের পরিবার এবং সমাজের জন্য খাদ্য তৈরী,ব্যবস্থাপনা এবং বিপনণ করে থাকে। তারা খুব কাছ থেকে পরিবেশের অবনতি এবং অন্যান্য সমস্যা প্রত্যক্ষ করে আসছে এবং মুল্যবান জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

এই ধরণের প্রচেষ্টা ও জ্ঞান সত্ত্বেও শুষ্ক জমিতে বসবাসরত, স্বল্প ক্ষমতাপ্রাপ্ত কার্যকরী পরিবর্তন আনতে অক্ষম নারীরা অতিশয় দরিদ্র হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। মরুকরণ ও খরা বিষয়ক জাতিসংঘ কনভেনশন এর অবদান নিশ্চিত করতে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকার উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে। জমি এবং পশুসম্পদের উপর মালিকানা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এখনো বিশেষভাবে পুরুষেরই অধিকারে। জমি সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন পরিকল্পনায় অংশগ্রহণ , কৃষিকাজের সম্প্রসারণ এবং সর্বাঙ্গীন কর্মপন্থা রচনায় নারীরা প্রায়শই বিযুক্ত থাকে।

তবে আজকাল অগ্রগতির কিছু লক্ষণও দৃশ্যমান। বহুদেশে নারীরা জমির মালিকানা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহনের অধিকার অর্জন করতে আরম্ভ করেছে। ক্রমবর্ধমানহারে, সদস্য রাষ্ট্রসমুহ উপলব্ধি করছে যে, অর্থনৈতিক সম্পদের অভাব নারী ও পুরুষের মরুকরণ প্রতিরোধের ক্ষমতাকে ব্যাহত করছে। এটি নারীকে তাদের জীবন, সমাজ ও পরিবেশকে পরিরবর্তন করার নতুন সুযোগ সৃষ্টি করছে। **বিশ্ব মরুকরণ প্রতিরোধ দিবস**-এ আসুন আমরা সবাই এই অপরিহার্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নারীর ক্ষমতায়ন ঘটাই এবং বিশ্বজনীন প্রচেষ্টায় তাদের পুর্ণ অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠায় অঙ্গীকারাবদ্ধ হই।

* ** *